আর কত আদিবাসী নারীকে ধর্ষিত হতে হবে?

এস এইচ মং মারমা।।

সংবাদ
মঙ্গলবার । জুন ২০, ২০০৬

সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার এক বন্ধু চিঠি লিখেছে। শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কোন এক ঘটনার কথা বলতে গিয়ে সে লিখেছে আমি যখন গহিন পাহাড়ের পাদদেশ থেকে স্কুলে ভর্তি হতে এসেছিলাম, সেদিন তোরা সবাই আমাকে দেখে হেসেছিলি। সেই থেকে আমার একটা ছেদ ছিল; যে ছেদ আজ আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে এসেছে। সে এমন একটা চিঠি লিখবে কখনই আমি ভাবিনি। তবে আমি নিশ্চিত সেদিনের সে ঘটনায় আমি জড়িত ছিলাম না। হয়তো সে তার কষ্টগুলো শেয়ার করার জন্য আমাকে লিখেছে অথবা এমনও হতে পারে যে, বন্ধুদের মাঝে একমাত্র আমাকেই শুধু এমন চিঠি লেখা যায়।
কেননা এইচএসসিতে সে যখন কুমিল্লা বোর্ডে কৃষিতে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করে তখনই বোঝা গিয়েছিল সে যেমন-তেমন ছেলে নয়। আদিবাসীদের মধ্যে হয়তো সেই প্রথম যে কি না এক চান্সেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছে। তারপর বিসিএস শেষ করে সরকারি চাকরিতে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে স্কলারশিপ পেয়ে ডিগ্রি নিতে যখন সে অস্ট্রেলিয়া যায়, চিঠিটি ঠিক তখনকার। এখন সে পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। যশ, খ্যাতি, অর্থ সবই পেয়েছে সে। অবশ্য সে এটাও লিখতে ভোলেনি, তুই তো ভাল ছাত্র ছিলি স্কাউটিং, খেলাধুলা, পড়াশোনা এবং সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে তোর অবাধ বিচরণ ছিল। কেন তুই সময়ের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতে পারলি না।
সে এক করুণ ইতিহাস। তোরা যখন সবাই পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলি, তখন আমি

সাহিত্যের আধারে কবিতার নুড়ি খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে অলস সময় পার করে দিয়েছি। হয়তো আরও বড় কিছু পাওয়ার আশায়...। কিন্তু সাহিত্যের প্রাণ কবিতার সান তো মিলেনি। এমনকি কবিতার একটি লাইনও কেউ দিয়ে যেতে পারেনি। সাহিত্যিক হওয়া তো দুরের কথা, আজও প্রিয় পছন্দ পত্রিকায় কবিতার একটি লাইনও ছাপাতে পারিনি। অবশ্য সবাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা জীবনানন্দ দাশ হতে পারে না।

চট্টগ্রাম কোর্টে জেরা চলছে। ধর্ষিত একজন আদিবাসী নারী। চারপাশে চার চারজন বাঙালি উকিল। মাঝে একজন আদিবাসী ডাক্তার আমার বন্ধুটি, যার বলিষ্ঠ ডাক্তারি রিপোর্ট ৪ জন সেটলার বাঙালিকে চট্টগ্রাম কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। জেরা চলছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চারজন উকিল একটার পর একটা অজস্র যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। যেন চারদিক থেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত যুক্তিগুলো তীক্ষ্ণ তীরের মতো বন্ধুটির দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু ন্যায়ের প্রতি আস্থাশীল ও মানবিকতায় বিশ্বাসী ডাক্তার বন্ধুটি মোটেও দমবার পাত্র নয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের জোরাল ও যথাযথ জবাব অত্যধিক যুক্তিসহকারে ফিরিয়ে দিচ্ছে ডাক্তার বন্ধুটি। উকিলদের কথাবার্তা বাংলা ছেড়ে ইংরেজিতে উঠে আসে। অবশেষে বন্ধুটিও কঠিন কঠিন মেডিকেল টার্মের নারী ধর্ষণের জটিল ব্যাখ্যাগুলো একের পর এক অনর্গল ইংরেজিতে বলতে শুরু করল। পুরো কোর্ট প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ ও নীরব। আদিবাসী নারী ধর্ষণের আবেগময় বিশ্লেষণের কাহিনীগুলো এবং ডাক্তারি টার্মের ব্যাখ্যাগুলো শুনতে অনভ্যস্ত উকিলরা নিশ্চুপ ও তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন। অবাক ও আশ্চর্যান্বিত তারা। তাদের যুক্তিগুলোই তাদের কাছে অন্তঃসারশুন্য বলে মনে হলো। চারজন সেটেলার বাঙালি পুরুষ, একজন আদিবাসী নারীকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। তার নিখুঁত ও প্রাঞ্জল বর্ণনা অত্যন্ত করুণ ও শ্রুতিময় হয়ে উঠেছিল। যেন আদালতের পুরো পরিবেশটা আবেগে ও নীরবতায় ছেয়ে গেছে।

অবশেষে জয় হলো ডাক্তার বন্ধুটির। যখন দু'পক্ষের বিশ্লেষণমূলক যুক্তির উত্থাপন শেষ হলো এবং সবাই যখন পরিশ্রান্ত ও রায়ের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমাণ তখন উকিলরা ডাক্তার বন্ধুটিকে বলছেন, 'আমরা সবাই আপনাকে অভিবাদন জানাতে এসেছি। আপনিই একমাত্র আমাদের অভিবাদন যোগ্য, যাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে ইচ্ছে করছে। আপনি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।' বন্ধুটি আচমকা এমন কথাবার্তা শুনে হকচকিত হয়ে যায়। তারা আরও বলছেন,

‘আমরা জানি, আমরা হেরে যাব। তবুও যেহেতু আমাদের লড়তে হবে, তাই লড়েছি। কখনই ওদের বাঁচানো যাবে না। ওরা যে পাপ, অন্যায় ও অপকর্ম করেছে, ওদের ফাঁসি পেতেই হবে। ওদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না।’
পাহাড়ে আদিবাসী নারী ধর্ষণের বিচারের রায়ে হয়তো এই প্রথমবার চারজন সেটলার বাঙালির শাস্তি হবে।
কিন্তু গত ৩ এপ্রিল ২০০৬ খাগড়াছড়ির মাইচছড়িতে দু’জন মারমা আদিবাসী নারী ধর্ষণের যে করুণ ও দুঃখের কাহিনী পত্রিকার পাতায় উঠে এসেছিল, হয়তো পাহাড়ের এ রকম ধর্ষণের ঘটনায় কোনদিন কোন বিচার হবে না। হয়তো পাহাড়ে এর আগে আদিবাসী নারী ধর্ষণের কোন বিচার হয়নি অথবা হয়তো পাহাড়ে আদিবাসী নারী ধর্ষণের কোন বিচার হয় না। হয়তো পাহাড়ে আদিবাসী নারীদের ধর্ষিত হতে হয়। হয়তো পাহাড়ে সেটলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী নারী ধর্ষণের একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। হয়তো পাহাড়ে আদিবাসী নারী ধর্ষণ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। হয়তো পাহাড়ে অতি সহজে আদিবাসী নারী ধর্ষণ করা যায়। হয়তো পাহাড়ে অজস্র ধর্ষণের ঘটনাবলির মতো এ ধর্ষণের অনাকাপিক্ষত কাহিনীও একদিন কালের গহনে চাপা পড়ে যাবে। হয়তো পাহাড়ে যতদিন সেটলার বাঙালি কিংবা রাজফৌজি থাকবে ততদিন আদিবাসী নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। হয়তো আরও অজস্র আদিবাসী নারীকে ধর্ষণের শিকার হতে হবে কিংবা ধর্ষিত হওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে।
অথচ একজন ধর্ষিত নারীকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে দুঃখের দুঃসহ কষ্ট, যে কষ্ট তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে সমাজ থেকে, মানুষ থেকে, সংসার থেকে, জীবন থেকে এবং সর্বোপরি নিজ থেকেও। প্রতিনিয়ত তাকে কুরে কুরে খাবে, ব্যথিত ও ক্রন্দন ফেঁসে-ফুলে উঠবে সে। সমাজে অন্য দশজনের মতো সে কারও সঙ্গে মিশতে পারবে না। হাসিখুশি প্রাণখুলেও কথা বলতে পারবে না। পাছে কেউ খোঁটা দেয়; তাই সে আঁটোসাঁটো মৃদু লজ্জায় জড়িয়ে পড়বে কিংবা একটা দ্বিধা ও সঙ্কোচে জড়িয়ে পড়ে তার জীবনটাই অকালে ঝরে যাবে।
কিন্তু যারা এ অনৈতিক ও অপকর্ম কাজটি করেছে, যারা এ কাজের সঙ্গে জড়িত, যারা এ কাজের ইনদাতা কিংবা যারা এ কাজের নেপথ্যের নায়ক তারা মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক, মানুষ নামের অমানুষ ও নর্দমার কীট। তারাই কেবল পাহাড়ে কণ্টকময় রাজনীতির নিষ্ঠুর অবয়বের খোলস পরিধান করে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাহাড়ে সরলপ্রাণ আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ করে চলেছে। তাই পাহাড়ে কখনই

আদিবাসী নারী ধর্ষণের কোন বিচার হয় না কিংবা আদিবাসী নারীরা ধর্ষণের কোন বিচার পায় না। পাহাড়ে আদিবাসী নারীরা প্রতি মুহূর্তে এখন ধর্ষণের সামগ্রী। বর্তমানে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, পাহাড়ে সেটলার বাঙালিদের সংখ্যাধিক্যের চাপে আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করতে হয়তো তাদের নারীদের ক্রমান্বয়ে ধর্ষণ করতে হবে। এ জন্য পাহাড়ে আরও অসংখ্য আদিবাসী নারী ধর্ষিত হবে, যেভাবে পাকিস্তানিরা আমাদের মা-বোনদের ধর্ষণ করেছিল। তাই খুব জানতে ইচ্ছে করে, আর কত আদিবাসী নারীকে ধর্ষিত হতে হবে?
ধর্ষণকারীদের পেছনে রয়েছে কলুষিত রাজনীতির একপেশে প্রশাসন, নির্বিঘ্ন সহায়তাকারী রাজফৌজি এবং অমানবিকতায় বেড়ে ওঠা সংখ্যাধিক্য সেটেলার বাঙালি, যারা প্রতিনিয়ত পাহাড়কে অশান্ত করার জন্য কিংবা কঠিন দুর্বোধ্য করার জন্য একটার পর একটা অঘটন ঘটিয়ে আদিবাসী নারী ধর্ষণ করে পাহাড়কে উত্তপ্ত করে তুলছে। তাই পাহাড়ে এ কলঙ্কময় অধ্যায় চলবে ততদিন, যতদিন পাহাড়ে সেটেলার আর রাজফৌজি থাকবে।
এ অসহায় নিরীহ আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন প্রায় জাতিতে পরিণত করতে যারা নিয়োজিত, তারা অপসংস্কৃতির ধারক, কলুষিত রাজনীতির ক্রীড়নক, নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ষণের সহজাত অংশীদার এবং একটি প্রান্তিক জাতির বিলুপ্তির সাক্ষী। হয়তো এদের হাত থেকে আদিবাসী নারী ধর্ষণ রোধ করতে কোন একদিন সান মিলবে মানবতাবাদী, সহানুভুতি ও প্রগতিশীল কোন বাঙালির। হয়তো সেদিন বেশি দুরে নয়, শিগগিরই আবির্ভুত হবেন হৃদয়বান কোন এক মহান বাঙালির।